গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য বিভাগ
সরবরাহ-১ শাখা
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৬.০০৩.১২/৬৭

তারিখ ঃ ০৪ ফাল্গুন ১৪১৮ বঙ্গাব্দ / ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১২ খ্রিঃ

বিষয় ঃ মিলের মাধ্যমে গম পেষাই এবং ফলিত আটা সুলভ মূল্যে ওএমএস-এ বিক্রয় নীতিমালা সংশোধন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য বিভাগের ১২/০৪/২০১১ তারিখের খাদুব্যম/খাবি/সর-১/ম-১/২০১১/১৯৪/১(৬) নং স্মারকে মিলের মাধ্যমে গম পেষাই এবং ফলিত আটা সুলভ মূল্যে ওএমএস এর বিক্রয় নীতিমালা জারি করা হয়। খাদ্য বিভাগের ১৫/০২/২০১১ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৬.০০৩.১২/৬৪ নং স্মারকের আলোকে নির্দেশক্রমে উক্ত নীতিমালার ক্রমিক নং ৫ নিম্নরূপভাবে সংশোধন এবং ১৫ নং ক্রমিক নতুনভাবে সংযোজন করা হলো ঃ

বর্তমান অবস্থা	সংশোধিত অবস্থা
৫। বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ গমের ৮০ (আশি) ভাগ ফলিত আটা প্রতি কেজি ১৯/- (উনিশ) টাকা দরে (নগদ মূল্যে) খাদ্য বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত ওএমএস ডিলারের নিকট মিলগেটে মিলারগণ বিক্রয় করবেন। অবশিষ্ট ২০% ভূষি ও রিফাকশন যা মিলার পাবেন। ওএমএস ডিলারগণ প্রতি কেজি ২০/- (বিশ) টাকা মূল্যে মাথাপিছু ৫ কেজি হারে আটা ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় করবেন।	৫। (ক) **ঢাকা শহরে আটা সরবরাহের ক্ষেত্রে ঃ** মিলারগণ বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ গমের ৭৫% ফলিত আটা প্রতি কেজি ১৯/- টাকা দরে (নগদ মূল্যে) খাদ্য বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত ওএমএস ডিলারের নিকট বিক্রয় করবেন। অবশিষ্ট ২৫% (পঁচিশ) ভূষি ও রিফাকশন যা মিলারগণ পাবেন। (খ) **ঢাকা শহর ব্যতিত অন্যান্য স্থানে আটা সরবরাহের ক্ষেত্রে ঃ** মিলারগণ বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ গমের ৭৭% ফলিত আটা প্রতি কেজি ১৯/- টাকা দরে (নগদ মূল্যে) খাদ্য বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত ওএমএস ডিলারের নিকট বিক্রয় করবেন। অবশিষ্ট ২৩% (তেইশ) ভূষি ও রিফাকশন যা মিলারগণ পাবেন। (গ) ওএমএস ডিলারগণ প্রতি কেজি ২০/- দরে মাথা পিছু ৫ কেজি হারে আটা ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় করবেন। ১৫। সরকার প্রয়োজনবোধে গমের বরাদ্দ, মূল্য, বিতরণের পরিমাণ, ডিলার সংখ্যা, সুবিধাভোগীর সংখ্যা এবং এ কার্যক্রমের আওতা/পরিধি ইত্যাদি হ্রাস/বৃদ্ধিসহ এ নীতিমালার যে কোন অংশ সংশোধন/ সংযোজন/বিয়োজন করতে পারবেন।

২। মিলের মাধ্যমে গম পেষাই এবং ফলিত আটা সুলভ মূল্যে ওএমএস এ বিক্রয় নীতিমালার অন্যান্য ধারা-উপধারা অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। এ সংশোধনী ১৫/০২/২০১২ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-১৬/০২/১২
(মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন)
সিনিয়র সহকারী সচিব (সরবরাহ-১)
ফোন ঃ ৯৫৪০০২৭
ই-মেইল ঃ sassupply@fd.gov.bd

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
E-mail:dsdm@dgfood.gov.bd
Web: www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.০৫০.৫৯.০০৮.১২-৩১৭(৮) তারিখ ঃ ২৬/০২/২০১২ খ্রিঃ।

বিতরণ ঃ কার্যার্থে।

১। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা।
২-৮। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/রংপুর/বরিশাল।

স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.০৫০.৫৯.০০৮.১২-৩১৭/৮(৪) তারিখ ঃ ২৬/০২/২০১২ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি/অবগতির জন্য অনুলিপি ঃ

১। সচিব, খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত পরিচালক, এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। ফ্যাক্সের মাধ্যমে পত্রটি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।
৪। সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষরিত/-২৬/০২/১২
(মোঃ আব্দুল হালিম)
পরিচালক
সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য বিভাগ
সরবরাহ-১ শাখা
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-খাদুব্যম/খাবি/সর-১/ওএমএস-১/০৯(খন্ড-১)/০৪ তারিখ ঃ ২১ পৌষ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ / ০৪ জানুয়ারী ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ খোলা বাজারে চাল বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা/২০১২ প্রসংগে।

সূত্র ঃ খাদ্য অধিদপ্তরের ২৮/১১/২০১১ তারিখে ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০২৬.১১-৯৮২ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে বর্ণিত পত্রের প্রেক্ষিতে খাদ্য বিভাগের ০৪/০১/২০১২ তারিখের খাদুব্যম/খাবি/সর-১/ওএমএস-১/০৯(খন্ড-১)/০৩ নং স্মারকে খোলা বাজারে চাল বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা/২০১২ জারি করা হয়েছে। এ নীতিমালার কপি সকল বিভাগীয় কমিশনার ও সকল জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করণের এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ ০৫ (পাঁচ) পাতা।

স্বাক্ষরিত/-০৪/০১/১২
(মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন)
সিনিয়র সহকারী সচিব (সরবরাহ-১)
ফোন ঃ ৯৫৪০০২৭।
E-mail : sassupply@fd.gov.bd

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
সরবরাহ, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
E-mail:dsdm@dgfood.gov.bd
Web: www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০২৬.১১-৬৭(৮) তারিখ ঃ ১২/০১/২০১২ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা। সংযুক্ত ঃ ওএমএস নীতিমালা ০৫ (পাঁচ) পাতা।
২-৮। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর। সংযুক্ত ঃ ওএমএস নীতিমালা ০৫ (পাঁচ) পাতা। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল।

স্মারক নং- ১৩.০১.০০০০.০৫২.৫৭.০২৬.১১-৬৭/৮(৭৫) তারিখ ঃ ১২/০১/২০১২ খ্রিঃ।

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতির জন্য।

১। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। সদয় অবগতির জন্য।
২-৮। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর। সংযুক্ত ঃ ওএমএস নীতিমালা ০৫ (পাঁচ) পাতা।
৯-৭২। জেলা প্রশাসক (সকল), ...।
৭৩। উপ-সচিব, সরবরাহ, খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭৪। অতিরিক্ত পরিচালক, এমআইএসএন্ড এম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। ফ্যাক্সের মাধ্যমে পত্রটি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।
৭৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল। সংযুক্ত ঃ ওএমএস নীতিমালা ০৫ (পাঁচ) পাতা।

(মোঃ আব্দুল হালিম)
পরিচালক
সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য বিভাগ
সরবরাহ-১ শাখা
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-খাদুব্যম/খাবি/সর-১/ওএমএস-১/০৯(খন্ড-১)/০৩

তারিখ ঃ ২১ পৌষ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ / ০৪ জানুয়ারী ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ খোলা বাজারে চাল বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা/২০১২।

Public Food Distribution System (পিএফডিএস) এর আওতায় খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। খাদ্যশস্যের বাজার মূল্যের উর্ধ্বগতির প্রবণতা রোধ করে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে মূল্য সহায়তা (Price Support) দেয়া এবং বাজার দর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়। ওএমএস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নরূপ নীতিমালা জারী করা হল ঃ-

১। কার্যক্রমের আওতা ঃ

ক) খোলা বাজারে চাল/আটা/গম বিক্রির এলাকা/আওতা, শুরুর সময় ও মূল্য খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারণ হবে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ওএমএস এর আওতায় চাল/আটা/গম বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

খ) ওএমএস কার্যক্রমে সাপ্তাহিক বিক্রয়ের দিন, বন্ধের দিন ও দৈনন্দিন বিক্রয় পরিমাণ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর নির্ধারণ করবেন।

গ) সরকার প্রয়োজনবোধে খাদ্যশস্যের মূল্য, বিতরণের পরিমাণ, ডিলার সংখ্যা, সুবিধাভোগীর সংখ্যা এবং এ কার্যক্রমের আওতা/পরিধি ইত্যাদি হ্রাস/বৃদ্ধিসহ এ নীতিমালার যে কোন অংশ সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজন করতে পারবে।

২। পরিচালন ও তত্ত্বাবধান ঃ

ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা মহানগরীতে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বিভাগীয় সদরে, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে জেলা সদর এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সদর ও জেলা/উপজেলা সদর বহির্ভূত পৌরসভায় ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হবে। তবে এ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সংগে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে এ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

খ) ট্রাক ডিলার/দোকান ডিলারের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

গ) খাদ্য বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা, প্রশাসন বা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার যে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডিলারদের কাজ তদারকি করতে পারবেন।

ঘ) ওএমএস কার্যক্রম তদারকির জন্য খাদ্য অধিদপ্তর তদারকির দল গঠন বা কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে।

৩। ডিলারের যোগ্যতা (ট্রাক ডিলার/দোকান ডিলার) ঃ

ওএমএস ট্রাক ডিলার/দোকান ডিলারের নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকতে হবে ঃ-

ক) আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং তার বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে।

খ) দোকানের মেঝে অবশ্যই পাকা হতে হবে ও খাদ্যশস্য নিরাপদ সংরক্ষণের উপযোগী হতে হবে (দোকান ডিলার)।

গ) ডিলারকে প্রতিষ্ঠিত মুদি দোকানদার/চালের খুচরা দোকানদার/সাধারণ ব্যবসায়ী হতে হবে।

ঘ) ডিলারকে একসাথে কমপক্ষে ২.০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের উপযোগী ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঙ) আবেদনকারীকে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্সধারী হতে হবে।

চ) ডিলারকে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ও মালামালের হিসাব সংরক্ষণে সক্ষম হতে হবে।

ছ) ডিলারকে খাদ্য বিভাগের প্রয়োজন অনুযায়ী খোলা জায়গায়/ট্রাকে/অস্থায়ী কাঠামো তৈরী করে পণ্য বিক্রয়ে রাজী হতে হবে।

জ) খাদ্য বিভাগের কোন ডিলার/মিলার/ঠিকাদারী কাজে পূর্বে শাস্তিপ্রাপ্ত, কালো তালিকাভূক্ত, বাতিলকৃত বা সাময়িকভাবে বরখাস্ত কোন ব্যক্তি ডিলার হতে পারবেন না।

ঝ) খাদ্য বিভাগে পরিবহন/শ্রম ঠিকাদার/মিলার/ডিলার হিসাবে কর্মরত কোন ব্যক্তি পুনরায় এ কার্যক্রমের ডিলার হতে পারবে না।

ঞ) প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী/জনপ্রতিনিধি ডিলার হতে পারবে না।

৪। বিক্রয় প্রক্রিয়া ঃ

নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করে চাল বিক্রয় করতে হবে ঃ-

ক) সকাল ৯.০০ টা হতে বিকেল ৫.০০ টা অথবা চাল/আটা/গম বিক্রয় শেষ হওয়া পর্যন্ত (যা আগে হয়) দোকান খোলা রাখতে হবে।

খ) জনপ্রতি নির্ধারিত পরিমাণ চাল/আটা/গম বিক্রয় এবং বিক্রিত পণ্যের মাষ্টার রোল তৈরী করতে হবে।

গ) দিন শেষে মোট বিক্রয় ও মজুদ হিসাব মজুদ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ঘ) ডিলারের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক তদারকি কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতিতে চাল/আটা/গম বিক্রয় শুরু করতে হবে। তদারকি কর্মকর্তা বিক্রয় স্থলে দিনের বিক্রয়যোগ্য পণ্যের বস্তা ও পরিমাণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে বিক্রয় আদেশ দিবেন। তাছাড়া দিনের বিক্রয় শেষে ডিলার ও তদারকি কর্মকর্তাকে বিক্রিত পণ্যের মাষ্টার রোল ও মজুদ পণ্য যাচাই করে রেজিষ্টারে স্বাক্ষর করতে হবে।

ঙ) ভোক্তাদের ভিড়ে ডিলারের দোকান অপরিসর প্রতীয়মান হলে বা অন্যকোন কারণে প্রয়োজন হলে নিকটবর্তী কোন প্রশস্ত খোলা জায়গায় অস্থায়ীভাবে নির্মিত কাঠামোতে চাল/আটা/গম বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) ওএমএস কার্যক্রম বন্ধ হবার পরও কোন ডিলারের নিকট উত্তোলিত, কিন্তু অবিক্রিত চাল থেকে গেলে, তা এ নীতিমালার আওতায় বিক্রয় করে নিঃশেষ করতে হবে।

৫। চাল/আটা/গম উত্তোলন ঃ

ক) চাল/আটা/গম উত্তোলনের জন্য ডিলারকে চাহিদা পত্র দেয়ার সময় আগের দিনের অবিক্রিত পণ্য (যদি থাকে) সমন্বয় করে পরবর্তী দিনের চাহিদা পত্র তৈরী করতে হবে।

খ) প্রতিটি দোকানে কমপক্ষে ২ (দুই) দিনের বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্য একসঙ্গে উত্তোলন করতে হবে। তবে কোন ডিলার ইচ্ছা করলে ও সংরক্ষণ সুবিধা থাকলে একসাথে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) দিনের বিক্রয়যোগ্য পণ্য উত্তোলন করতে পারবেন।

গ) বিক্রয় দিনের খাদ্যশস্যের মূল্য কমপক্ষে একদিন পূর্বে সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে চাল/আটা/গম উত্তোলন করতে হবে।

ঘ) কোন বস্তার ওজন ৫০ কেজি বা ৮৫ কেজির (বস্তা ছাড়া) কম হবে না। সরকারী গুদাম হতে সরবরাহকালে চাল/আটা/গমের নমুনা গ্রহণ করতে হবে। গুদাম কর্মকর্তা ও ডিলারের যৌথ স্বাক্ষরে সীলগালা করে এর এ নমুনা গুদামে ও ডিলারের নিকট সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। বিক্রয় কেন্দ্রের পরিচিতি ঃ

ক) ওএমএস বিক্রয় কেন্দ্র সহজে চিহ্নিতকরণের জন্য দোকান/ট্রাকে লাল কাপড়/ব্যানার (৬ x ৩) ঝুলাতে হবে এবং লাল কাপড়/ব্যানারে নিম্নরূপ কথা লেখা থাকতে হবে ঃ

খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত ওএমএস দোকান/ট্রাক সেল

প্রতিকেজির মূল্য -	মাথাপিছু সর্বোচ্চ -
(ক) চাল ঃ .....টাকা/কেজি	(ক) চাল ঃ .....কেজি
(খ) আটা ঃ .....টাকা/কেজি	(খ) আটা ঃ .....কেজি
(গ) গম ঃ .....টাকা/কেজি	(গ) গম ঃ .....কেজি

খ) প্রথম পর্যায়ে প্রচারের জন্য বিক্রয় কেন্দ্রের কমান্ড এরিয়াতে ঢোল শহরত ও মাইকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। ট্রাকে চাল/আটা/গম বিক্রয় ঃ

নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাক ডিলারের মাধ্যমে চাল/আটা/গম বিক্রয় করা হবে ঃ-

(ক) নিয়োজিত ডিলারকে প্রতিদিন নির্ধারিত পরিমাণ চাল/আটা/গম বিক্রয়ের জন্য বরাদ্দ করা হবে।

(খ) ডিলারকে ট্রাকে পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং যাবতীয় খরচ নির্বাহ করতে হবে।

(গ) ডিলারকে প্রতিদিনের বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ পণ্যের মূল্য সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দিয়ে আগের দিন ডি,ও গ্রহণ করতে হবে এবং পণ্য বিক্রির দিন সিএসডি/এলএসডি হতে চাল/আটা/গম গ্রহণ পূর্বক সকাল ৯.০০ টার মধ্যে বিক্রয় কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

(ঘ) ট্রাকে খাদ্য পণ্য বিক্রয় মনিটরিং এর জন্য একজন করে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে।

(ঙ) দিন শেষে মোট বিক্রয় ও মজুদ হিসাব মজুদ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(চ) ওএমএস এর অন্যান্য শর্তাবলী এ ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকবে।

৮। মনিটরিং ঃ

ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রের ওএমএস-এ বিক্রিত ও উত্তোলিত চাল/আটা/গমের হিসাব মনিটরিং এর জন্য নিজ নিজ কার্যালয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলতে হবে। এসব নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে ডিলার সংখ্যা, উত্তোলিত ও বিক্রয়ের পরিমাণ ও আনুষংগিক বিষয়াদি ফ্যাক্স/ই-মেইল/টেলিফোনে ঐ দিন বিকেল ৬.০০ ঘটিকার মধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের এমআইএসএন্ডএম বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সাধারণতঃ সকাল ৯.০০ টা হতে বিকেল ৬.০০ টা পর্যন্ত খোলা রাখতে হবে। তবে প্রত্যাশিত তথ্য এমআইএসএন্ডএম বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে না জানানো পর্যন্ত তা বন্ধ করা যাবে না।

৯। ডিলার সংখ্যা ও তাদের নিয়োগ ঃ

এ নীতিমালার আওতায় সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সদর, সদর বহির্ভূত পৌরসভা ও বড় বড় হাট বাজারগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (সময়ে সময়ে সরকার নির্ধারিত) ডিলার নিয়োগ করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে ঃ-

ক) লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ও যোগ্যতা যাচাই করে ডিলার নির্বাচন ও নিয়োগ করতে হবে।

খ) সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য-সচিব নির্বাচিত ডিলারদের নিয়োগ দান করবেন।

গ) বড় বড় হাট-বাজার, শিল্পপ্রধান ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিলার নিয়োগ করতে হবে।

ঘ) সংশ্লিষ্ট কমিটি ইতোপূর্বে ওএমএস কার্যক্রমে নিয়োজিতদের মাঝ থেকে যোগ্যতা সম্পন্নদেরকে ডিলার হিসেবে নির্বাচন করতে পারবে। এভাবে নিয়োজিতদের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ডিলার নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। তবে তাদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করে নিয়োগ দিতে হবে।

ঙ) ঢাকা মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা এবং উপজেলা ভিত্তিক নির্ধারিত সংখ্যক ডিলার ঠিক রেখে সংশ্লিষ্ট কমিটি ভোক্তাদের প্রয়োজনের নিরিখে, মহানগর ও সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্থান, জেলা সদর, পৌরসভা ও উপজেলা সদরের বিভিন্ন স্থানে ডিলার নিয়োগের জন্য এলাকা নির্বাচন করবে।

চ) ট্রাক ডিলার নিয়োগকালে ট্রাক ডিলারের নিকট হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার ফেরতযোগ্য জামানত পে-অর্ডার আকারে গ্রহণ করতে হবে। ওএমএস কার্যক্রম শেষে কোন দায়-দেনা বা ত্রুটি না থাকলে এ জামানত ডিলারকে ফেরত দিতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন জামানত প্রয়োজন হবে না।

ছ) নিম্নোক্ত কমিটিগুলো স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে ওএমএস-এ পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজার ও ডিলার নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করবে ঃ-

(১) ঢাকা মহানগরী ঃ

১।	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	-----	সভাপতি
২।	খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৩।	খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৪।	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (মাননীয় মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	-----	সদস্য
৫।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা	-----	সদস্য
৬।	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা	-----	সদস্য-সচিব

(২) চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় কমিটি ঃ

১।	বিভাগীয় কমিশনার	-----	সভাপতি
২।	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৩।	উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-----	সদস্য
৪।	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (মাননীয় মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	-----	সদস্য
৫।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	----	সদস্য-সচিব

(৩) জেলা কমিটি ঃ

১।	জেলা প্রশাসক	-----	সভাপতি
২।	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-----	সদস্য
৩।	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র মনোনীত একজন প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৪।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	-----	সদস্য
৫।	২ জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-----	সদস্য
৬।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-----	সদস্য-সচিব।

(৪) উপজেলা কমিটি ঃ

১।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-----	সভাপতি
২।	উপজেলা চেয়াম্যানের মনোনীত প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৩।	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়রের প্রতিনিধি/ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	-----	সদস্য
৪।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	-----	সদস্য
৫।	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	-----	সদস্য
৬।	২ জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (ইউএনও কর্তৃক মনোনীত)	-----	সদস্য
৭।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-----	সদস্য-সচিব

(৫) কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) জনবহুলতা ও দরিদ্র মানুষের ঘনবসতি বিবেচনায় নিয়ে কেন্দ্র নির্বাচন করা।

(খ) যোগ্যতার আলোকে যাচাই-বাছাই করে ডিলার নিয়োগ করা।

(গ) কোন কারণে নিয়োজিত ডিলারশীপ বাতিল হলে বা কোন ডিলার কাজে আগ্রহী না হলে বা অন্যকোন কারণে ডিলারশীপ পরিচালনা করা সম্ভব না হলে, সেখানে দ্রুত ডিলার পুনঃ নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০। অঙ্গীকারনামা ঃ

(ক) খাদ্য বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন শর্তাবলী সম্বলিত ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা (পরিশিষ্ট- 'ক') দাখিল করার পর ডিলার নিয়োগ করতে হবে।

(খ) এ অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত ভংগ করলে বা দেশের প্রচলিত কোন আইন ভংগ করলে, ডিলারের ডিলারশীপ বাতিল করা যাবে ও অঙ্গীকারনামার শর্ত মোতাবেক তার নিকট থেকে অর্থ আদায় করা হবে।

(গ) এ ছাড়া প্রচলিত আইনে ডিলারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

স্বাক্ষরিত/-
(বি ডি মিত্র)
সচিব
খাদ্য বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

ঃ অঙ্গীকারনামা (ওএমএস ট্রাক/দোকান ডিলার) ঃ

আমি .....
পিতা/স্বামী-.....
মাতা - ..... ওয়ার্ড নং- .....
পূর্ণ ঠিকানা - .....
.....,
ওএমএস ট্রাক/দোকান ডিলার হিসেবে নিয়োগপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) খাদ্য বিভাগ নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে ও সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ওএমএস খাতে চাল/আটা/গম বিক্রয় করতে বাধ্য থাকব।

২) সরকার প্রয়োজন মোতাবেক যে কোন সময়, যে কোন ধরণের এবং যে কোন পরিমাণের খাদ্যশস্য বরাদ্দ করতে পারবে। প্রয়োজন না হলে বরাদ্দ বন্ধও রাখতে পারবে। এতে কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার আপত্তি করব না।

৩) আমার নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে/দোকানের সামনে খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী লাল কাপড়/ব্যানার (৬ x ৩) ঝুলাতে বাধ্য থাকব এবং লাল কাপড়/ব্যানারে নিম্নরূপ কথা লেখা থাকতে হবে ঃ-

খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত ওএমএস দোকান/ট্রাক সেল

প্রতিকেজির মূল্য -	মাথাপিছু সর্বোচ্চ -
(ক) চাল ঃ .....টাকা/কেজি	(ক) চাল ঃ .....কেজি
(খ) আটা ঃ .....টাকা/কেজি	(খ) আটা ঃ .....কেজি
(গ) গম ঃ .....টাকা/কেজি	(গ) গম ঃ .....কেজি

৪) নির্দেশিত সময়ে চাল/আটা/গম বিক্রয়ের জন্য আমি অবশ্যই দোকান খোলা রাখব/ট্রাকযোগে নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে হাজির থাকব।

৫) চাল/আটা/গমের হিসাবপত্র সংরক্ষণ, নিরাপত্তা, গুণগতমান এবং পরিমাণের জন্য আমি দায়ী থাকব ও বিতরণকালে ভোক্তাওয়ারী মাষ্টার রোল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করব।

৬) কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার কারুচপি করব না। যে কোন কারুচপির জন্য আমি আইনতঃ দন্ডনীয় হব।

৭) যে কোন সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মালামাল পরিদর্শনের জন্য মালামালের বস্তা যাচাই ও হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকব।

৮) বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা মালামাল সময়মত উত্তোলন করব এবং আবেদনে উল্লিখিত দোকানের ঠিকানায় বা খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত স্থানে বিক্রয় করার জন্য মজুদ রাখব।

৯) জনসাধারণের স্বার্থে ট্রাক/দোকানযোগে খোলাবাজারে চাল বিক্রয় কার্যক্রমের আওতায় পরবর্তীতে সরকার কোন প্রকার নির্দেশ জারী করলে, তাও আমি মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

১০) সরকারী নির্দেশের ব্যতিক্রম কোনরূপ বিতরণ বা মালামালের ঘাটতি হলে, ঐ পরিমাণ মালামালের জন্য আমি অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে **(দন্ডমূলক হারে পূর্বের জমা মূল্য বাদে)** অর্থ সরকারী খাতে জমা দিতে বাধ্য থাকব। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ আইনগতভাবে ক্ষতির মূল্য দন্ডমূলক হারে আমার বা আমার অবর্তমানে আমার ওয়ারিশদের নিকট হতে আদায় করতে পারবে।

১১) ওএমএস-এ ট্রাক/দোকান হিসেবে অত্র অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত/শর্তাবলী ভংগ করলে আমার নিয়োগকর্তা যে কোন সময় প্রয়োজনবোধে (বিনা নোটিশে) আমার জামানত সরকারী খাতে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন (ট্রাক ডিলারের ক্ষেত্রে) এবং আমার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বা ডিলারশীপ বাতিল বা কালোতালিকাভূক্ত করতে পারবেন।

ডিলারের স্বাক্ষর ঃ .....

দোকান/ট্রাক ডিলারের নাম ঃ .....

দোকান/ট্রাক ডিলারের ঠিকানা ঃ .....

.....